অপার্থিব কথামালা
জসিম মল্লিক
ব্যর্থতার সাতকাহন- এক

১.
আমার আসলে কোন কিছু হওয়ার কথা ছিলনা। ছোটবেলায় স্কুলে যখন 'এইম ইন লাইফ' রচনা লিখতে দিত তখন আমি বিরাট সমস্যায় পড়ে যেতাম। অনেকেই লিখত ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনয়ার হবে, পাইলট হবে। কিন্তু আমি কোনদিন এসব লিখিনি। কারণ তখনও আমি জানতাম না আমি কি হব, কি হতে চাই। আমার জীবনের লক্ষ্যটা ঠিক ছিলনা। আজও না। এখন বিদেশে এসে কিছুটা হলেও সান্তনা পাওয়া যাচ্ছে যে তখন জীবনের লক্ষ্য ঠিক ছিল না বলে ভালই হয়েছে। যদি কিছু হয়ে যেতাম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তাহলে বিদেশ এসে সেটা যদি ধরে রাখা সম্ভব না হতো! কতজনইতো তা পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন মাছের ব্যবসায়ী, ডাক্তার হয়েছেন কমিউনিটি ওয়ার্কার, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন ট্যাক্সি চালক বা সাংবাদিক হয়েছেন সিকিউরিটি অফিসার! জীবনের প্রয়োজনে, বাঁচার তাগিদে মানুষ তার পেশার পরিবর্তন করতেই পারে। বড় বড় স্বপ্নের সওদাগরদের এই স্বপ্নভঙ্গের জন্য আমার খারাপ লাগে। আরো খারাপ লাগে আমার মায়ের জন্য। আমার মাও চেয়েছিলেন কিছু একটা হই আমি। কিন্তু মায়ের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমি কিছু হতে পারিনি। লেখার শেষে 'প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক' কথাটা দেখতে খারাপ লাগেনা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিদেশে এসবের কোন মূল্য নেই। সবটুকুই হচ্ছে নিজের এবং অন্যের সময়ের অপচয়। নেশার জন্যই এসব করা। নেশার জন্য মানুষ কি না করে।
তবে লেখালেখির একটা ভাল দিকও আছে। যেমন সেদিন প্রায় পচিঁশ বছর পর একজন পুরনো বন্ধুর ই-মেইল পেয়ে আমি বিস্মিত, অবিভূত, বিমূঢ়। এই বন্ধুটি অতীতের সবকিছু মনে রেখেছে যতখানি আমি পারিনি। আমরা যারা একত্রে স্কুলে পড়তাম সেই নাসির, কালাম, নাসিম, কামরুল, নিজাম, হুমায়ুন, জাকির সবার কথাই মনে রেখেছে। এই লেখার মাধ্যমে আমার স্কুল বন্ধুকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও নানাভাবে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়।
সেদিন অতি চমৎকার আর একজনের ই-মেইল পেয়ে অবিভূত হয়ে গেলাম। আমার সুবিধা হচ্ছে আমি সহজেই মুগ্ধ হই। বিশ্বাসটা তৈরী হয়ে যায় দ্রুত। বিস্ময়বোধটা আমার পিছু ছাড়েনি। মানুষের কিছু কিছু গুনাবলী সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতো। লিখেছেন তিনি আজকাল সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। এমনকি আমাকেও পুরোপুরি আস্থায় আনতে পারছেন না। সেটা আমি বুঝি। আমার ধারণা মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোটা অতি দুঃখে ঘটে। নানা কার্যকারণে মানুষ একে অন্যের প্রতি আস্থা হারায়। তারপর মানুষ একদিন

একাকী হয়ে যায়। সেই চমৎকার মানুষটির জীবনও একাকীত্বের। এক একটি স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। তারও একটি স্বপ্ন আছে।

মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ভীতটা তৈরী হয় খুব ধীর গতিতে। কোনভাবেই একজন মানুষ অন্যের উপর পুরোপুরি আস্থা অর্জন করতে পারে না। একধরণের রহস্যময়তার ঘেরাটোপে নিজেকে বন্দি করে রাখে। নিজেকে মেলে ধরতে পারে না। আস্থাহীনতায় ভোগে। বঞ্চিত করে নিজেকে। অবশ্য এরকম হওয়ার পিছনে অনেক কার্যকারণও থাকে। তারপর একদিন সে নিঃস্ব হয়ে যায়। এটাই মানুষের নিয়তি। সে কিছুতেই নিজেকে নিজের মতো গড়তে পারে না। নিজের চাওয়াটাকে বাস্তব করতে পারে না। নিজের মতো করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেনা। অনেক সীমাবদ্ধতা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। আসলে অন্যকে বিশ্বাস করার মতো উদারতা অল্প মানুষের মধ্যেই দেখা যায়।

২.

যাইহোক। আরো পছনের দিকে যদি ফিরে তাকাই, সেই শৈশবের কথা মনে পরলে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। তখন থেকেই আমার মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরী হয়ে ছিল। সেই শূন্যতাটা আজও আছে। আমি এখনও কোলাহল থেকে দুরে থাকতেই পছন্দ করি। আমি আসলে একসঙ্গে অনেক কিছু নিতে পারি না। আমার জগৎটা ছিল বরাবারই খুব ক্ষুদ্র। এখনও। একা একা ঘুরে বেড়াতাম বনে জঙ্গলে। গাছেদের সাথে কথা হতো। কথা বলতাম পাখীদের সাথে। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতাম। বরশি দিয়ে মাছ ধরতাম নিভৃতে। জোনাকী আর প্রজাপতির পিছু নিতাম। আমাদের বাড়ির পিছনে ছিল বিশাল জঙ্গল। তার মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতাম আর রাজ্যের সব ফল কুড়াতাম। ছুটতাম কেটে যাওয়া ঘুড়ির পিছনে। মারবেল নিয়ে খেলতাম। সাইকেলের রিং নিয়ে রাস্তায় দৌড়াতাম। বিয়ারিংয়ের গাড়ি বানিয়ে চালাতাম। সিগারেটের কাগজ দিয়ে চাড়া খেলেছি। বাই সাইকেল চালাতে গিয়ে হাত পা ছড়ে গেছে কত।

একবার একটা বড় ছেলের হাতে ধাক্কা খেয়েছিলাম। পাল্টা ধাক্কা দেইনি। আমার মা শিখিয়েছিল কেউ কিছু বললে আমি যেনো কিছু না বলি। আমি প্রায়ই 'আমার মা আমার মা' কথাটা লিখি কারণ আমার বাবা মারা গিয়েছেন আমার দুই বছর বয়সে। মাই আমার সব। আজও। কিন্তু আমি বহু দিন ধরে মায়ের কাছ থেকে দূরে দূরে। বড় হয়ে জেনেছি মায়ের এ অহিংস ধারণাটা ঠিক না। শিখদের একটি প্রবাদ আছে 'কেউ যদি তোমাকে অন্যায়ভাবে এক গালে একটি চড় মারে তুমি তার অন্য গালে চারটি চড় মেরো'। এখনও অন্যভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হই। কিন্তু পাল্টা আঘাত আর দেওয়া হয় না। মায়ের জন্যই পারি না। তাছাড়া প্রতিপক্ষ সমান নয় বলেও আগ্রহটা থাক না।

অনেক কিছুই আমার হতে ইচ্ছে করতো। একবার আমার খুব দর্জি হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কারণ দর্জিরা সুন্দর সুন্দর ময়েদের জামার মাপ নেয় দেখে আমার খুব ঈর্ষা হতো। আর যেকোন সুন্দর মেয়ে দেখলেই আমি খুব উদাস হয়ে যেতাম। আজও হই। পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর মেয়েগুলো আমার কেনো হবে না এই দুঃখ কখনোই যাবে না। এসব ভাবলে কেমন

সব গন্ডগোল হয়ে যায়। হায়রে জীবনের কতগুলো সময় পার হয়ে এলাম। কিছুইতো করা হলো না, পাওয়া হলো না! এখনও জীবনের লক্ষই যে ঠিক হয়নি! 'এইম ইন লাইফ!!'

৩.

আমার সেই স্কুল জীবনের বন্ধুর কারণেই আমি একটু স্মৃতি তাড়িত হচ্ছি। স্মৃতি ছাড়া মানুষের আর কিইবা আছে! ছোটবেলায় মার সাথে যেতাম ঢাপরকাঠি নামক এক অজগ্রামে। মামা বাড়ি। ভরা বর্ষার দিনে মাঠ ঘাট পানিতে টৈ টুম্বুর হয়ে যেতো। ঘোলা পানিতে মাঠ ঘাটকে মনে হতো সাগর। বড় বড় ঢেউ উঠতো। সন্ধ্যা নদীর পানির এমন স্রোত ছিল যে দেখলে বুক কেঁপে উঠতো। আমার যখন বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ হতো তখন নদীর তীরে এসে বসে থাকতাম। দুপুরের দিকে একটা লঞ্চ ভোঁ দেয়ে এসে ঘাটে ভিরতো। বরিশাল-পটুয়াখালীর মধ্যে যাতায়াত করতো এই লঞ্চ। কিছু নারী পুরুষ লঞ্চ হতে নামতো আর কিছু উঠতো। তারপর কোথায় উধাও হয়ে যেতো নদীর বাঁকে। অনেকক্ষন ধরে লঞ্চের ইঞ্জিনের গুম গুম শব্দ কান পেতে শুনতাম। শব্দটা মিলিয়ে গেলে একধরণের হাহাকার বুকের মধ্যে বেজে উঠতো। ওই লঞ্চটার আসা যাওয়ার মধ্যেই বাড়ির সাথে একটা গোপন যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। মা আমাকে একা একা যেতে দেবে না জানি; আবার বাড়িতে রেখে এসেছি খেলার সাথীদের। তাদের জন্য মন খারাপ হয়। কিন্তু ছোটদের কথা কেউ বুঝতে চায় না। বড়রা কখনো ছোটদের মন বোঝে না।

সন্ধ্যা নদীর সাথেও আমার অদ্ভুৎ এক সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। মাঝিরা যখন আবদুল আলিমের মন খারাপ করা ..'মন পাখী তুই আর কতকাল থাকবি খাঁচাতে ..ও তুই উড়াল দিয়ে যারে পাখী বেলা থাকিতে..গান গাইতে গাইতে যেতো তখন আমার মনে হতো আহারে আমি কেনো মাঝি হলাম না। তাহলে দূরে কোথায় হারিয়ে যেতে পারতাম! আসলে অন্যে যা করতো আমার অবচেতন মন তাই করতে চাইত। ছোটবেলায় স্কুল পালিয়ে খুব সিনেমা দেখতাম। কবরী ছিল আমার খুব প্রিয়। মনে মনে ভাবতাম আহারে কবরী এত সুন্দর কেনো! পরবর্তীকালে কবরীর ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে অনেক লেখা লিখেছি। তখন কবরীকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। আসলে সুন্দর কিছু দেখলেই আমার মন কেমন করে।

কত কি যে ভর করতো মনে। আমি বরাবর একটু ইন্ট্রোভার্ট। সহজে কারো সামনে যেতে বা কিছু বলতে পারি না। নিজের জন্য পারি না কিছু চাইতে। এজন্যে আমার কিছু হয়নি। আমাকে বোঝে এ রকম একজন মানুষও আমি পাইনি। আমাকে বোঝা যেকোন মানুষের জন্য একটু কঠিন বটে। একবার ঠিক ষোল বছর বয়সের সময় একটি অসাধারন সুন্দর মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। তখন মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি। প্রেমে পড়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। অনেকদিন এই প্রেমপর্ব চললো। কিন্তু পুরোটাই একতরফা। সেই মোমের মতো নরম মেয়েটি জানলোই না আমার হৃদয়ের প্রথম সেই আলোড়নের কথা। তাকে বলাই হয়নি। হৃদয়ের অনেক আকুলতাই অব্যক্ত রয়ে যায়। (চলবে)

Toronto

jasim.mallik@gmail.com